মানুষ
রীনা তালুকদার

দিন রাত খুব স্বাভাবিক ভাবেই বদলায়। মানুষের চলাচলই কেবল বদলায় বিচিত্র রূপে। যে মানুষ ঘরের আর যে মানুষ বাইরের বিস্ত্মর ফাঁক এই দুয়ের মধ্যে। অথচ এক মানুষই কেবল এমন আচরণে অভ্যস্ত্ম। বিশ্বস্রষ্টা মানুষকে জন্মের সময়, অভিনয়টা না দিলে মানুষ পড়ত বিষম রকম বিপদে। তা না হলে এই ঘরের মানুষ আর বাইরের মানুষ যে এক মানুষ নয় তা চেনাই বড় মুশকিল হতো। একই মানুষ ভিন্ন রূপে আর্বিভূত। দুঃখ সুখের ঢেউ বুঝার ক্ষমতা সেজন্যই কেবল মানুষের। বনের পশু পাখির এ বোধ নেই। মানুষের এত বুদ্ধি বলেই মানুষের এত দুঃখ। যা প্রাপ্য সুখের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী। অথবা যা গুণনীয় নয়। ঘরে যে মানুষ পদবির আড়ালে থাকে সে কেবল ধানক্ষেতের নাড়া বাছার মত আবশ্যিক। তার কাছে আকাশের রঙের কোনও তফাৎ ধরা পড়ে না। সে মানুষ কেবল চোখ বুঝে নিজেকে চিনে। আর যে মানুষ বাইরের সে অনায়াসে জায়গা করে নেয় হৃদয় ক্যানভাসে। নিশ্চিদ্র পথে চলাচল করে যায় অহরহ। তাকে স্বাভাবিক চোখে না দেখলেও সে অস্বাভাবিক ভাবেই ছায়া ফেলে জীবনের আঙ্গিনায়। আর মানুষের বুদ্ধি আছে বলেই মানুষ অতিজ্ঞানে বোকা। এই জন্য চোখের সামনে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার সব ধূলোবালি তার চোখে পড়ে না। এই তার অমোঘ পরিণতি।। [এলিফ্যান্ট রোড ঃ ২৭-৭-২০১২]

তুমি আসবেই
রীনা তালুকদার

বাসস্টপ মানেইতো ভিড়
ল-ম্বা লাইন
কেউ ওঠছে, কেউ নামছে
পরিচিত দৃশ্যপট
আর কেউ আছে উঠছেওনা, নামছেও না
ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে
হয়ত অপেক্ষা, সময় কাটানো
মেঘলা আকাশের মন ভার করা সময়ে
সেদিন অপেক্ষার দলে আমিও ছিলাম
বেশ কিছুটা সময়; তুমি আসবে সীমানা ছেড়ে
কেমন পুলকিত সারা মন
ফাগুন বনে লাগল আগুন দোলা
হরিষ চিত্ত ভাবছে এই বাসস্টপ মানেই আপন জন

বাস থেকে অনেকেই নামছে
সে মুখ গুলো কখনো
কোনো দিন পরিচিত নই
তাই পর পর অন্যমুখে চোখ রাখি
অন্যরকম হাওয়ার তোড়ে
স্বপ্নভেলায় আচক্ষু প্রত্যাশা
নাহ্ তুমি নামোনি : যা যা দেখলাম
একটিও পরিচিত মুখ নয়
কী ভীষণ অস্থির গৃধ্র চোখ
ভেতরে না দেখার উত্তেজনায় গলদঘর্ম
হঠাৎ কারো নিতম্বের ধাক্কায় স্থানচ্যুত হই

আবার যথাস্থানে দাঁড়াই স্ব-ভরে
কুস্ত্মলে হঠাৎ বৃষ্টির ফোটা
বাস ফিরে যায় আর আসে
তবু নেই সেই মুখ
যে মুখ অস্থিত্ব জুড়ে
তোলপাড় করে যায় সারাবেলা
যে মুখ আনন্দ ঝর্ণা ধারা
বসন্ত্ম বনে ডেকে ডেকে হয় সারা
যে লুলিত শব্দরাজি বিহবল করে যায়
অবারিত সময়কে
যে চোখ দেখলেও মন ভরে না
আরো দেখার আকুলতায়
যে কথা শুনলেও লোভী হই
আরো কিছু শোনার ব্যাকুলতায়
কই সে মুখ, কই সে বেভুল দেখা
তবে কেনো এই অপেক্ষা ?
ফিরে যাবার হোক উদ্যোগ
পা বাড়াই ফিরতি পথে
যে দিকে যাবার গন্ত্মব্য; হাঁটছি
অসম মনে চিত্রকথার ভিড়
মনে মনে বলছি এই বাসস্টপ
কেউ নই, না কোন আত্মীয়, না বন্ধু
বরং বেদনা বেদনা খেলা
জল চোখ টলটল
তুমি তবে আসোনি কেনো...
মনে মনে বলতেই দেখি
একরাশ উজ্জল হাসিতে তাকিয়ে আছো
মুহূর্তে বিবশ দাঁড়িয়ে যাই
তারপর আলতো ছুঁয়ে হাত ধরে
টেনে নিয়ে পাশে দাঁড়ালে
অস্পুট স্বরে কানে কানে বললে :
মাধবী, এইতো আমি এসেছি ;
বুক থেকে নেমে গেল বেদনা পাহাড়
নীলাম্বরী লজ্জায় মুখে ফোটেনি
আর কোনও ভাষা
কেবল মনে মনে বলা হলো :
মন বলছিলো; তুমি আসবেই।

ভুলের স্বরাজ
শেখ সামসুল হক

ফুল পাখি নদীর বিপদ ছিলো খুব কাছে
ছিলো গান একদা তোমার সুরে পরাজিত
সে কথা বেগমতির তীরকে অস্থির বানায়

ফুলের পাপড়ি ছড়াবে
পাখির গান অভিমানে
নদীর আবেগ জড়াবে

তাজমহলের জানা ইতিহাস ভুলে যাও
ভুলের স্বরাজ কামনা করছি নির্ভয়ে

তুমি যদি চাও হে সূর্যমুখী
সে ফুল পাখি নদীর ঘাটে যেতে
তারকাটা দুঃখে ভেসে যাবে লোকসুখ

তোমার ছেঁড়া ছবি দেখে হাসবে
হৃদয় খুনী সমতট নিবাসী
সেই পুরনো প্রেমিক পাপী।

কষ্ট
আয়েশা ছিদ্দিকা

কষ্ট নিবে গো কষ্ট
আমার না পাবার কথা মালা
পষ্ট হৃদের কষ্ট

তুমি কষ্ট দেখেছো কষ্ট
শব্দহীন, নিঃশব্দ প্রান
ভেঙ্গে চুরে হৃদয় খান খান
না পাবার জয়
হারাবার ভয়
নতুন করে জন্ম

কষ্ট দেখেছ কষ্ট ?
এ অন্তর এ দেহ
জ্বলে পুড়ে খাক্
পেয়েছি যে হার মানা হার
কষ্ট সৃষ্টির অজানা বিষ
কষ্ট নেবে গো কষ্ট।

ভিন্ন অতিথি
শিলা চৌধুরী

ভিন্ন অতিথি বুকের পাঁজরে নাড়ে কড়া
ক্লান্তম্ব আকাশে লেগেছে চৈত্রের রক্ত খরা
শেষ উদাসী চোখের ব্যাকুল চিত্তে মরা
চায় এখনো শতাব্দী আপন বৃষ্টি ঝরা

পূর্ন মিলন পথের সোহাগী কম্পদাহ
স্বপ হয়তো গোপন চরণ গর্বে বাহ
এত অভাগা হয় না মরনে সাথী কেহ
নত আমার হাজারো প্রণাম ক্ষতদেহ

কিছু চাওয়ার পায়না ভাষা অন্তম্বছোঁয়া
সেই একটু সান্তম্বনা ছাড়াই স্বপ্নধোয়া
আর আড়ালে রাখার বাসনা চায় ছুটি
চলো অবুঝ লজ্জাতে বাধবো আজ খুঁটি।

তুমি কার ?
খোশনূর

নিশ্চয় তুমি ভুলে যাবে
আমি ভুলবোনা
ফুল তুলবো না মালা গাঁথতে
তা বলে ঝরা ফুলে আঁচল ভরবোনা
এ কথা বলি না
ভালোবাসবো, তুমি ভালোবাসবে না জানি
আমার ভালোবাসা তোমার জন্য
ফিরিয়ে নেবার পথ জানা থাকলেও
ফিরিয়ে নিতাম না ;
দেয়ার সুখে আমি পূর্ন
ফিরিয়ে নিতে নেই কিছু দিয়ে
তাতে লজ্জা দুঃখ অমানবিকতা বিশাল
পুড়ে যায় অন্তর, তবু ছিঁড়ি না সেই মালা
ছুঁড়ে ফেলি না কোনকিছু
পোড়াতে পারি না চিঠি-ছবি-সামগ্রী
চেঁচামেচি করি কাঁদি, তিরস্কার করি
একে ওকে প্রাসঙ্গিক রাগের সূত্রে
হাল্কা হয় না মন জ্বালা তাতেও
রাত জেগে খোলা আকাশ দেখি
দেখো তুমিও হয়তো
অবশ্য না দেখার কথাই তো
কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলোর দোল অন্যরকম
প্রাসাদে চাঁদ তো আকাশেই থাকে
আমার জ্ঞানের তত্ত্বে তুমি আমার
তোমার প্রশ্নমতে তুমি কার ?

এই তো সেদিন
সামসুন্নাহার ফারুক

এইতো সেদিন
ঝাঁকড়া চুলের যুবক এক
ঝাউবনের আড়ালে একলা পেয়ে
বাড়িয়ে দিল হাত
কি আশ্চর্য
সাথে কোন সঙ্গী নেই বলে
শেষ মেষ ছেলের বয়েসী ছেলে!
মনে হলো ঃ
ঘা দুই বেত মারি
সপাৎ সপাৎ।

দুরাচারে নগ্ন বিশ্ব
ইকবাল হুসাইন তাপস

দিকে দিকে ধেয়ে চলে
দুর্মিলের মহামারী
ঘরে ঘরে শোভা পায়
সন্ত্মাপের রোনাজারি

অনাচারে থেমে থাকে
জীবনের কলস্বর
বুক থেকে অনায়াসে
খুন ঝরে অনন্ত্মর

ছেয়ে গেছে কুশাঙ্কুরে
অলিগলি রাজপথ
মরু ঝড়ে নিত্য ডুবে
সমুদ্র পর্বত

আমাদের দশদিক
স্থির অন্ধকারময়
দুরাচারে মজে বিশ্ব
পুরাপুরি নগ্ন হয়।

জীবন-মৃত্যু
এ.টি.এম.গিয়াস উদ্দিন

এক পাশে মরণ এক পাশে জীবন
মাঝখানের পথ হেঁটে এগিয়ে চলার
এর সবটাই নিয়ম নিগড়ে বাঁধা
চারের এক শূন্য রেখে উপদেয় খাওয়া
সময় মেপে আহার, বিশ্রাম, শোয়া, কাজে যাওয়া
মনটাকে চাপ মুক্ত রাখা, স্বপ্নের সাথে এগিয়ে চলা
ক্ষতি বিপর্যয় সবটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া
অবশ্যি সঠিক সমাধানে সমস্যার মোকাবেলা করা
মান-অপমান তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ মনে করা
সঠিক কাজটি সঠিক সময় সেরে নেওয়া
পরোপকার আর বিশ্ব কল্যাণে জীবন সমর্পণ
এতেই হয় জীবনের পথ সরল সম্প্রসারণ
উচ্চকাঙ্ক্ষায় চূঁড়া ধরার উদগ্র বাসনা
না পাওয়ার হৃদয়টার রক্ত-ক্ষরণ
বিপদে চলার সয়তানি চিন্ত্মা
হট্টোগোল, ভিতরে হয় ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফোরন
চামচাদের তোষামোদে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়ে
দেউলিয়া করে তারা রস শুষে ছোবড়া ফেলে দেয়
হতাশায় হাবুডুবু খেতে খেতে
এক সময় নিতে হয় চির বিদায়।

নষ্টামি
গিয়াস উদ্দিন চাষা

হাত ধরলে কি নষ্টামি হয়
কথা বললে কি নষ্টামি হয়
হাসা-হাসি করলে কি নষ্টামি হয়
আর যখন নষ্টামি হবে
তখন কি হবে ?
নাকি প্রণয় প্রলুব্ধ অবগাহন
নাকি যোজন যোজন খেলার ছল।

জীবন বৃষ্টি
নীপা চৌধুরী

বৃষ্টি আসে বৃষ্টি যায়
মানুষ যায় মানুষ আসে না
সে মানুষের রকমারী জীবন পাত কথা
এক জীবনের অনেকটা কথা রয়ে যায়
বলার সময় যে হয়ে উঠে না
তারপর চলে যেতে হয়
এখান থেকে অন্যখানে
কি সুন্দর এক নিয়মে বাধা এই সব অন্য ঘরে
কয়েক দিনের চট জলদি বসবাস
যাবার কথাটা ভাবতে গেলে
কষ্ট গুলি বুকের ভেতর এসে হঠাৎ জ্বলে ওঠে
আশায় নিরাশায় কাটে দিন
ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্ন
জেগে উঠলেই হবে তার সমাপ্ত
কী আশ্চর্য এক সুখানুভূতির এ পৃথিবীর
ছেড়ে যেতে চায়না কারো মন
তবু ছাড়তে হবে
এখানে সুপারিশ অচল
সময় এলেই দিতে হবে
ঘাটে বাধা নৌকায় পাল
নাম না জানা কোন পথের উদ্দেশ্যে
দূর সাগর পাড়ি দিতেই আটকে যাবে সব অনুভূতি
স্মৃতির দুয়ার বন্ধ হবে এখানেই
ঘোর অন্ধকার কুরে কুরে খাবে
জীবন নামক কাব্য খানা।

শৃংখলিত কলমের তীব্র আর্তনাদ
মাদবর রফিক

শৃংখলিত কলমের তীব্র আর্তনাদে
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েই চলছে
কলমকে মুক্ত করো সূচি শুদ্ধতায়
পারিবারিক বৈঠকে, রাষ্ট্রীয় চিন্তায়
বিচারের জনাকীর্ণ স্তব্ধ এজলাসে
অরক্ষিত সমাজের পাতায় পাতায়

রক্তচোখ সজীবতা পেয়ে শান্ত হবে
অপরাধ দুষ্ট পিণ্ড বিস্ফোরিত হবে
সবুজতা ছেয়ে যাবে মহলে মহলে
কলমের মুক্ত ছন্দে সাবলীলতায়

স্বপ্ন বীজ বুনে বুনে উদার জীবনে
বদ্ধ খাঁচার পাখিরা উড়ে উড়ে যাবে
আকাশের অনন্ত পথে ভেসে ভেসে
কলমেরই নির্বিঘ্ন গতিময়তায়

তখন দেখবে আমি কিভাবে মুক্তিতে
হারানো কোমলতায় সিক্ত হয়ে উঠি
শিশির সিক্ত দুর্বায় ক্লান্ত ঠোঁট রেখে
মহাতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে দৈব শক্তি পাই।

অধরা
আলী মুহাম্মদ লিয়াকত

সাগর অতল জলে মৎস্যকন্যা
মহাশূন্যে আছ হুরপরী অনন্যা
রূপ যৌবনে তুমি অতি মনোহরা
ধুলিময় ধরনীতে দাওনা ধরা
হৃদয়ের আলো করা তুমি মানবিকা
ধরিতে গেলে দেখি চোখে মরীচিকা
জীবন যদি কাটে শুধু অপেক্ষায়।